

যুক্তরাজ্যের ওয়াকফে নও মেয়েদের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় যারা
ভুগছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বললেন আহমদীয়া মুসলিম
জামা'তের বিশ্ব-প্রধান



“মানসিক সমস্যাসমূহ অন্যান্য অসুস্থতার মতই অসুস্থতা, আর তাই এ সমস্যাগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করানো উচিত। এ ধরনের সমস্যার প্রতি কারো বিক্রম করা উচিত নয় কিংবা হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।” – হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)

৮ মে ২০২২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের সাথে এক ভার্সুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকফে নও সদস্যবৃন্দ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে সভায় সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে হযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন ওয়াকফে নও মেয়ে হযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন যারা হিজাব নিয়ে উপহাস করে তাদেরকে তার উত্তর কীভাবে প্রদান করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তুমি যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকো, তুমি যদি তোমার বিশ্বাসে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় থাকো, তাহলে অন্যরা কী বললো এতে তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যে, একজন (মুসলিম) নারীর হিজাব পরিধান করা উচিত। ...

সুতরাং, যদি মানুষজন আমাদের নিয়ে উপহাস করে তাহলে (তাদের) পরোয়া করো না। তাদেরকে বলো যে, এটি আমার ব্যক্তিগত পছন্দ, আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমি যা পছন্দ করি তা করার অধিকার আমার রয়েছে। [তাদেরকে জানাও যে,] এটি আমার ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আমার ধর্মীয় শিক্ষা, শরীয়তের আদেশ এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনার কারণে আমি এটি করছি। সুতরাং তুমি যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও এবং বলিষ্ঠ আহমদী মুসলমান হও তাহলে মানুষ কী বললো এ নিয়ে কখনোই তুমি উদ্ভিষ্ট হবে না। এছাড়া, তুমি তাদের বলতে পারো যে, তারা যে সকল কাজে লিপ্ত হয় তা তাদের দৃষ্টিতে নৈতিক হলেও তোমার ধর্মীয় শিক্ষার নিরিখে তা অনৈতিক। এবং, তাই যদি তুমি তাদের এমন অভ্যাসসমূহে আপত্তি না করো, তবে তোমার হিজাব পরিধানে আপত্তি করার তারা কে?”



একজন বালিকা ছয়র আকদাসকে প্রশ্ন করেন যদি আহমদী মুসলমানরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব আনয়নে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনে ব্যর্থ হয় যা প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.) এসেছিলেন তাহলে কী হবে।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“অবশ্যই যদি আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ পালন না করি তাহলে মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে কৃত তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করতে অন্য মানুষদের নিয়ে আসবেন। সেসকল মানুষেরাও অবশ্যই আহমদী মুসলমান হবেন এবং তারা মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওপর বিশ্বাস আনয়ন করবেন যেন তারা তাঁর কাজকে সামনে এগিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং, মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্য পূরণে আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন না করি তখন আল্লাহ্ তা'লা তা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিবেন। আফ্রিকায় এমন অনেক আহমদী মুসলমান রয়েছেন যারা আন্তরিক ও ধার্মিক। তারা তাদের দায়িত্বসমূহ বুঝেন। তারা মানুষের নিকট প্রচার করেন এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরা বয়আত গ্রহণ করছেন। একইভাবে, ইউরোপে, বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়ায়, দূরবর্তী প্রাচ্যে এবং অন্য দেশসমূহেও এমন মানুষজন রয়েছেন। সুতরাং, সাধারণভাবে এটি কেবল পাকিস্তান ও ভারতের অধিবাসীদের কাজ নয়।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য এসেছিলেন এবং তাই তাঁর মসীহ (আ.)-ও সকল মানুষের জন্য এসেছেন। বিশ্বের সকলের নিকট আমাদের ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। সমগ্র মানবজাতিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতে আনার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পয়গাম সকল মানুষ ও জাতিসমূহের নিকট পৌঁছাতে হবে। সুতরাং এটিই আমাদের কর্মযজ্ঞ।”



হযুর আকদাস উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ পালন করতে পারে। যদি বর্তমান আহমদী মুসলমানরা জাগতিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের বিশ্বাসের প্রতি তাদের দায়িত্বসমূহকে ভুলে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকে দাঁড় করাবেন যারা এই উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন [মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর এক ইলহামে] যে, ‘আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব’ এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কথা পূরণ করছেন। তিনি আমাদের পূর্ব ধারণা ব্যতিরেকেই এমন মানুষদের দাঁড় করাচ্ছেন যারা সামনে আসছে এবং প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, আমরা যদি অন্যদের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পয়গাম পৌঁছানোর কাজে, আল্লাহ্ তা'লার কাজে অংশগ্রহণ করি তাহলে আমার তাঁর আশীষে বরকতমণ্ডিত হবো। আমরা যদি আমাদের ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হই তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যেন তাঁর কাজ অন্যদের দ্বারা পূরণ হয়।”

কীভাবে মেয়েদের তাদের কিশোর বয়সে প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করা উচিত - এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন করা হয়।

উত্তর প্রদান করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমাকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতে হবে। তোমার ধর্মের সৌন্দর্য নিয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। অন্যদের এটি বলা ঠিক নয় যে, তাদের মুসলমান হওয়া উচিত- এভাবে কেউ মুসলমান হবে না। বরং, এতে মানুষ বিস্কুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সুতরাং, এর পরিবর্তে তোমাকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো, শিক্ষকের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো এবং পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করো। এভাবে স্কুলে তুমি ভালো বলে গণ্য হবে। তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তোমার বিষয়ে জানতে চাইবে এবং সে সময়ে তুমি তাদেরকে বলতে পারো। মাঝেমাঝে তুমি স্কুল সমাবেশে ইসলাম নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেতে পারো কিংবা তোমার নিজের সম্পর্কে কথার বলতে বললেও তুমি এ সুযোগ পেতে পারো। এমন পরিস্থিতিতে, অনেক ছেলে-মেয়ে ইসলামের শিক্ষা ভুলে ধরে, উল্লেখ করে তারা মুসলিম, আহমদী মুসলিম এবং আহমদী মুসলিম হিসেবে তাদের উদ্দেশ্যসমূহ তারা বর্ণনা করে। সুতরাং, এটি অন্যদের নিকট আমাদের বাণী পৌঁছানোর দ্বার ক্রমাঙ্কয়ে উন্মুক্ত করে। আল্লাহ্ যাকে চান তার হৃদয় [ইসলামের দিকে] খুলে দেন, তিনি এটি করবেন। আমরা কাউকে জোর

করে মুসলমান করতে পারি না। বরং, আমরা যা করতে পারি তা হল আমাদের জীবনযাপনে ইসলামের শিক্ষাকে প্রকাশ করা এবং যখন আমরা নৈতিকতার উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবো, তখন মানুষজন নিজেরাই আমাদের প্রতি আকর্ষিত হবে।”

অপর এক অংশগ্রহণকারী ছয়র আকদাসকে বিষণ্ণতার মতো মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য পরামর্শের অনুরোধ করেন।

হয়রত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রথমত, তোমাকে [তাদের মানসিক সমস্যার] অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। যারা এ সমস্যায় ভুগছে তাদের আত্মীয়-স্বজনের উচিত হবে তাদেরকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাদের ভালোভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তাদের কষ্ট দূরীকরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।”

হয়রত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“উপরন্তু, লক্ষ্য করো দিনের কোন সময়ে তাদের কষ্ট তীব্র হয়। যদি এটি সকাল ১০টা বা ১১টার দিকে হয় তাহলে তাদের উচিত এ সময়ে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণের জন্য বাইরে হাটতে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, তাদের উচিত আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া করা এবং তাদের ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প দৃঢ় করা। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদের আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া করা উচিত। সুতরাং, চিকিৎসাও গ্রহণ করতে হবে আর দোয়াও করতে হবে। ... বিষণ্ণতার মতো মানসিক সমস্যাসমূহ অন্যান্য অসুস্থতার মতোই অসুস্থতা, আর তাই এ সমস্যাগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করানো উচিত। এ ধরনের সমস্যার প্রতি কারো বিক্রম করা উচিত নয় কিংবা হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো। তাহলে, আল্লাহ এসকল সমস্যা দূরীভূত করে দিবেন।”

অপর এক বালিকা ছয়র আকদাসের নিকট চান কীভাবে নিজেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার থেকে বাঁচানো যায়।

ছয়র আকদাস তাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক ও ইতিবাচক ব্যবহারের দিকগুলো সম্পর্কে অবগত কিনা। তিনি অবগত আছেন বলে উত্তর প্রদান করেন।

হয়রত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তুমি যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কে অবগত থাকো তাহলে তোমার উচিত উজ্জ্বলভাবে ব্যবহার এড়িয়ে চলা। এটি প্রলোভনের বিষয়। একজন মানুষ সহজেই প্রলুব্ধ হয়। ফলে তারা একটি লিংকে প্রবেশ করে এবং তারা আগ্রহী হয়ে পড়ে। তারপর তারা আরেকটি লিংকে প্রবেশ করে, এরপর আরেকটি এবং এরপর আবার আরেকটিতে। ব্যবহারকারীরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ভাবে না। সুতরাং, সোশাল মিডিয়ায় তুমি যদি এমন কিছু প্রথমবার দেখো যা তোমার বা অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রাখে ততক্ষণে সেটি বন্ধ করে দাও। এর পরিবর্তে, এমন সাইটসমূহে যাও যা তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষণীয় প্রোগ্রাম ও তথ্যচিত্রসমূহ দেখো এবং বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদদের প্রবন্ধসমূহ পড়ো। ক্ষতিকর ওয়েবসাইট ও কন্টেন্ট দেখার পরিবর্তে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়েবসাইটসমূহও ভিজিট করো। এটি তোমার ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পের উপর নির্ভর করবে এবং কীভাবে তুমি নিজেকে রক্ষা করা ও বাঁচানোর ইচ্ছা পোষণ করো।”